নারায়ণশর্মা বিরচিতঃ

হিতোপদেশীয়ঃ

মিত্রলাভঃ

(সম্পূর্ণ মূল-সান্বয়-শব্দার্থ-বঙ্গানুবাদ-ব্যাখ্যা-ভাবসম্প্রসারণ-শুভ্রাঙ্কিতা টীকান্বিতঃ)

শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিতঃ

সদেশ

১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা — ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ-পত্র

শুভ্রাশ্লেষসততপ্রবৃত্তং শুভ্রাশুদ্ধ ংসদাহপ্রমত্তম্।
শুভ্রাঙ্কি তঞ্চ াশোকচিত্তং শুভ্রাঙ্ক এতদ্ ভবতু লগ্নম্।।

চতুর্বদন বিভোর হলো-
দেখে সোনার বদন বাহার,
শোকহরণ তারে হরি-
করল আপন কণ্ঠের হার,
রাখতে নিজের মানস সরে
বিবুধ সাজায় শুভ্রা-ডালা,
থাক শোকহারা শুভ্রা অঙ্কে
শুভ্রাঙ্কিতা কথার মালা।

শুভ্রালাঞ্ছিত
অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ই আশ্বিন, ১৪১১

প্রাসঙ্গিকী

অধ্যাপক গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য মহাশয় তৎকালে যত সংখ্যক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন, তা সত্যই বিস্ময়জনক। তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের অনুরূপ। বিশেষ করে চতুষ্পাঠীবিভাগের তিনি ছিলেন পরমমিত্রস্বরূপ। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি চতুষ্পাঠীর পাঠক্রমে নির্ধারিত প্রায় প্রতিটি গ্রন্থই সম্পাদন করেছিলেন। আজও কুমারসম্ভবাদি কাব্যগ্রন্থগুলি তার সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তথাপি এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্পাদিত যে মিত্রলাভ গ্রন্থটি এযাবৎকাল পঠিত ও পাঠিত হচ্ছে, সেটিকে এককথায় বলা যায় অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। কারণ মূলগ্রন্থের প্রায় শতসংখ্যক শ্লোক ও দুটি কাহিনী প্রচলিত গ্রন্থটির মধ্যে নাই। যদিও উক্ত কাহিনী দুটি অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট। তৎকালে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ ব্যাকরণআদ্যবিভাগের পাঠক্রম অশ্লীলাংশ ব্যতীত মিত্রলাভের পাঠ নির্ধারণ করেছিলেন; এখনও সেই পাঠক্রমই চলছে। তাই বিদ্যানিধি মহাশয় ছাত্রপাঠের উপযোগী করে অশ্লীলাংশ বাদ দিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদন করেছিলেন। বর্তমানে চতুষ্পাঠী লুপ্তপ্রায়, কিন্তু মিত্রলাভের পাঠক এখনও আছেন। অতএব সম্প্রতি সম্পূর্ণ মিত্রলাভই জনগণের হাতে তুলে দেওয়া কর্তব্যবোধে গ্রন্থটির অসম্পূর্ণতা দূর করে পূর্ণাঙ্গগ্রন্থটি পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার সঙ্গে সুখবোধ্য করার জন্য শুভ্রাঙ্কিত টীকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যাকরণ ও শেষে প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর সংযুক্ত হয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টায় সংস্কৃতের অবলুপ্তির দিনেও মাননীয় প্রকাশক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য যেরূপ ব্যয় স্বীকার করেছেন তদনুরূপ মানুষের শ্রদ্ধা সমাদর লাভ করবে বলেই আশা করি। ইতি—

সম্পাদক